প্রথম আলো

তারিখ 4 MAR 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্যসহ শীর্ষ তিন পদ শূন্য, কার্যক্রমে স্থবিরতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ●

পাঁচ দিন ধরে উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য থাকায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নিতে রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে প্রশাসনকে চিঠি দিয়েছে প্রাধ্যক্ষ পরিষদ।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি নিয়োগ পাওয়ার পর ২৬ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন এম আবদুস সোবহান। একই দিনে সহ-উপাচার্য পদে মুহম্মদ নূরুল্লাহ ও কোষাধ্যক্ষ এম আবদুর রহমান যোগদান করেন। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁদের নিয়োগের মেয়াদ শেষ হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রশাসনিকভাবে পদগুলো শূন্য হয়ে পড়ে।

পদগুলো শূন্য থাকায় সদন তোলা থেকে শুরু করে নানা ধরনের প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দ্রুত পদগুলো পূরণ করা না হলে ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

> পদগুলো শূন্য থাকায় সদন তোলা থেকে শুরু করে নানা ধরনের প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধ্যক্ষ পরিষদের আহ্বায়ক ও খালেদা জিয়া হলের প্রাধ্যক্ষ দিলরুবা আখতার বলেন, 'প্রশাসনের শীর্ষ তিন কর্মকর্তা না থাকায় কোনো কাজ চলছে না। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে যেকোনো বিষয়ে আমরা কারও কাছে সাহায্য চাইতে পারছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কাজ থমকে আছে।'

তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে প্রাধ্যক্ষ পরিষদ বৈঠক করেছে। বৈঠকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এম এ বারী বলেন, 'মেয়াদকালে উপাচার্য অনুপস্থিত থাকলে আচার্যের অনুমোদন নিয়ে অন্য কাউকে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব দিতে পারেন উপাচার্য। কিন্তু মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় বিষয়টি এখন সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আচার্যের ওপর। ফলে আমরা এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।' তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটি কাজে উপাচার্যের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। কিন্তু তিনি না থাকায় সব ধরনের কাজ স্থবির হয়ে রয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে এবং যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি এবং পুলিশ সতর্ক রয়েছে।